সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০২১
কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন: দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ কী?
উত্তর: দুর্নীতি বিষয়ক খানা জরিপ হচ্ছে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সেবাখাতে ক্ষুদ্র দুর্নীতির প্রকৃতি, ধরন ও মাত্রার চিত্র তুলে ধরার একটি প্রয়াস। এই জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশের খানাসমূহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিতে গিয়ে যেসব অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয় তার বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুর্নীতির প্রকৃতি, ধরন ও মাত্রা নিরূপণ করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন: খানা বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: একই বাসস্থানে বসবাস করে, একই রান্নায় খাওয়া-দাওয়া করে এবং তাদের মধ্যে একজনকে খানাপ্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এমন পরিবারকে 'খানা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জরিপ সময়ের আগে একমাস ধরে খানায় অবস্থান করছে এমন ব্যক্তিকে (রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন/ গৃহস্থালীর বিশেষ কাজে জড়িত) ঐ খানার সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

প্রশ্ন: সেবাখাতে দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ ২০২১ এর জরিপ পদ্ধতি কী?
উত্তর: এই জরিপে সারাদেশে খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রণীত Integrated Multipurpose Sampling Frame (IMPS) ব্যবহার করে তিন পর্যায় বিশিষ্ট স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনায়ন (Three Stage Stratified Cluster Sampling) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে IMPS হতে দেশের ৮টি প্রশাসনিক বিভাগকে গ্রামাঞ্চল ও শহরালে বিভক্ত করে মোট ১৬টি স্তর বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি স্তর থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রাম ও মহল্লাসহ মোট ১ হাজার ৩২০টি (গ্রামাঞ্চল-৮৩১টি, শহরাঞ্চল-৪৮৯টি) এলাকা নির্বাচন করা হয়। তবে জরিপ করতে গিয়ে দেখা যায় কিছু এলাকাকে সরকার শহরাঞ্চল ঘোষণা করায় এ সংখ্যা দাঁড়ায় গ্রামাঞ্চলে ৮২০টি ও শহরাঞ্চলে ৫০০টি। প্রতিটি স্তরের গ্রাম ও মহল্লার সংখ্যা প্রযোজ্যক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরের মোট জনসংখ্যার square root transformation এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ভরের আনুপাতিক হারে নির্ণয় করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিটি গ্রাম বা মহল্লাকে ১০০টি খানা সংবলিত এক বা একাধিক গুচ্ছে বিভাজন করা হয়েছে। পরবর্তীতে গুচ্ছসমূহ হতে ১০০ খানা সংবলিত একটি গুচ্ছ দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে প্রতিটি নির্বাচিত গুচ্ছ হতে নিয়মানুক্রমিক নমুনায়ন পদ্ধতিতে ১২টি খানা চূড়ান্তভাবে জরিপের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

প্রশ্ন: নমুনা আকার নির্ণয়ের পদ্ধতি কী?
উত্তর: নিম্নের সূত্রের মাধ্যমে ৫ শতাংশ 'মার্জিন অব এরর (Margin of Error)' বিবেচনায় প্রতিটি স্তরে নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

$$n = \frac{p(1-p)z^2 * \text{design effect}}{e^2}$$

এখানে,

n= নমুনার আকার

p= ০.৬৬৫ (২০১৭ সালে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারের অনুপাত)

z = ১.৯৬ (৯৫% confidence interval G Sample Variate-এর মান)

e= ৫% (স্তর ভিত্তিক Margin of Error)

design effect= ১.৫ (২০১৭ সালে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারের design effect)

এভাবে নির্ধারিত স্তর-প্রতি নমুনার আকার দাঁড়ায় ৫১৩ যা ১৬টি স্তরের জন্য মোট ৮ হাজার ২০৮। তবে ২০১৭ সালের জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলের যথার্থতা ও ত্রুটির সীমা নিশ্চিত করতে, ২০২১ সালে ২০১৭ সালের অনুরূপ জরিপের নমুনার সংখ্যা ১৫ হাজার ৮৪০টি রাখা হয়েছে। প্রতিটি স্তরে নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে ৬৩ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৩৭ শতাংশ খানাকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। এ বিবেচনায় গ্রামাঞ্চলে নমুনার সংখ্যা ৯ হাজার ৯৭২ এবং শহরাঞ্চলে ৫ হাজার ৮৬৮। কিন্তু কিছু এলাকা শহরাঞ্চল হয়ে যাওয়ায় জরিপে প্রাপ্ত নমুনার সংখ্যা দাঁড়ায় গ্রামাঞ্চলে ৯ হাজার ৮৪০ এবং শহরাঞ্চলে ৬ হাজার।

প্রশ্ন: জরিপে তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কী কী বিষয় অনুসৃত হয়েছে?

উত্তর: মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ২০ জন মাঠ তত্ত্বাবধায়ক ও ৯৩ জন তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ দেওয়া হয়। স্বচ্ছ ও নিয়মতান্ত্রিক বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগকৃতদের ১৪ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণে প্রশ্নপত্রে খাতওয়ারি কী কী প্রশ্ন রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সঠিকভাবে তথ্য পূরণ করার ক্ষেত্রে কী কী বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট গবেষকরা ধারণা দেন। পরবর্তী পর্যায়ে প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে খসড়া প্রশ্নপত্র নিয়ে নিকটবর্তী এলাকায় ফিল্ড টেস্ট করানো হয়। মাঠ পর্যায়ে জরিপের জন্য একজন মাঠ তত্ত্বাবধায়ক ও চারজন (কিছু কিছু দলে ৫ জন) তথ্য সংগ্রহকারীর সমন্বয়ে দল গঠন করা হয়। প্রতিটি দলকে দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত পিএসইউ সংশ্লিষ্ট খানাগুলো হতে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। দলের কার্যক্রম তত্ত্বাবধায়ন ও মাঠ পর্যায়ে সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিটি দলে টিআইবি'র একজন করে গবেষকও নিয়োজিত করা হয়। প্রতিটি দলের তত্ত্বাবধায়করা নিজ নিজ দলের তথ্য সংগ্রহ ও সার্বিক কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করেন। জরিপের সময়ে পূরণকৃত প্রতিটি প্রশ্নপত্র মাঠ তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক নির্ভুলতা যাচাই করা হয়েছে। যাচাইয়ে কোনো অসামঞ্জস্য পাওয়া গেলে তা উত্তরপত্রে ঠিক করা হয়।

প্রশ্ন: জরিপে সংগৃহীত তথ্যের গুণগত মান কিভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে?

উত্তর: ফিল্ড টেস্টের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশ্নপত্রটিকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিমার্জন করা হয় এবং জরিপ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের খুঁটিনাটি বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়। খসড়া প্রশ্নমালা ফিল্ড টেস্ট এবং টিআইবি'র গবেষক ও পরামর্শক দলের পর্যালোচনার পর তা চূড়ান্ত করে জরিপে ব্যবহার করা হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য টিআইবির নিজস্ব ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম PACTApp এর মাধ্যমে ডিজিটাল প্লাটফর্মে (smart phone) প্রশ্নপত্র পূরণ করা হয়। ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহার করার কারণে একদিকে যেমন উপাত্তের নির্ভুলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, অপরদিকে মানসম্পন্ন উপাত্তও নিশ্চিত করা হয়েছে।

জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ টিআইবি'র নিজস্ব গবেষণা দলের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে। SPSS এবং STATA ব্যবহার করে জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। এটি একটি জটিল জরিপ কার্য (complex survey) বিধায় প্রতিটি ধাপে বা পর্যায়ে খানাগুলোর নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বের করে চূড়ান্তভাবে design based প্রাক্কলন নিরূপণ করার জন্য ভর (weight) ব্যবহার করা হয়। বিশ্লেষণের সময় মূলত বিভিন্ন সূচক এবং চলকের শতকরা হার ও গড় নির্ণয় করা হয়েছে। এছাড়াও জরিপে উল্লিখিত সেবা নেওয়ার সময়ে বাংলাদেশের সবগুলো খানার মোট ও খাতভিত্তিক ঘুষের পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে। তাছাড়া প্রাক্কলনসমূহের নির্ভরযোগ্যতা (reliability) যাচাইয়ের জন্য খাতভিত্তিক Standard Error (SE)-এর মান বের করা হয়।

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও জরিপের সার্বিক বৈজ্ঞানিক মান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আটজন বিশেষজ্ঞের সার্বিক সহায়তা ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন: জরিপে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কারা যুক্ত ছিলেন?

উত্তর: জরিপে আট জন বিশেষজ্ঞ সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করেন:

- অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্বাবদ্যালয়
- অধ্যাপক ড. সেকান্দার হায়াত খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- অধ্যাপক পিকে. মো. মতিউর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- অধ্যাপক সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- অধ্যাপক সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- অধ্যাপক এ. কে. এনামুল হক, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়
- অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশ্ন: 'দুর্নীতির ধারণা সূচক' (Corruption Perceptions Index - CPI) এবং 'দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ'-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) সরকারি খাত ও প্রশাসনে বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণার ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দুর্নীতির তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয়ে প্রতিবছর দুর্নীতির ধারণা সূচক তৈরি করে, যার মাধ্যমে দুর্নীতির ধারণার মাপকাঠিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক অবস্থান নির্ধারণ করা হয়। অন্যদিকে সেবা খাতে দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক সম্পূর্ণ স্ব-উদ্যোগে পরিচালিত একটি জরিপ, যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিতে গিয়ে কী ধরনের দুর্নীতির শিকার হয় তা পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়। দুর্নীতির ধারণা সূচক বা সিপিআই-এর সাথে খানা জরিপের অন্যতম একটি মূল পার্থক্য হল, প্রথমটি ধারণাভিত্তিক (perception-based) এবং দ্বিতীয়টি অভিজ্ঞতাভিত্তিক (experience-based)। সিপিআই হলো একটি দেশের সরকারি খাত ও প্রশাসন সম্পর্কে দুর্নীতির ধারণা। পক্ষান্তরে খানা জরিপ সরকারি ও বেসরকারি নানা খাত বিশেষত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি সেবা, কৃষি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচারিক সেবা, বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, বিআরটিএ, কর ও শুল্ক, এনজিও, পাসপোর্ট, বীমা, গ্যাস ইত্যাদিতে সেবাগ্রহীতাদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতা তুলে ধরে।

প্রশ্ন: টিআইবি এ পর্যন্ত কতটি দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করেছে?
উত্তর: টিআইবি ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট নয়টি জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করেছে। জরিপ পরিচালনার সালগুলো হলো– ১৯৯৭, ২০০২, ২০০৫, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৫, ২০১৭ এবং ২০২১।

প্রশ্ন: এই জরিপের উদ্দেশ্য কী?
উত্তর: দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি কার্যকর ও টেকসই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে টিআইবি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণের জন্য 'দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ' পরিচালিত হয়। এই জরিপের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণ বিভিন্ন সেবাখাত হতে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতির শিকার হয় তার প্রকৃতি, ধরন ও মাত্রার নির্ধারণ করে জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়। এই জরিপের প্রধান উদ্দেশ্য সরকার, নীতি-নির্ধারক, দুর্নীতি দমন কমিশন ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেন তারা জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল ও তার ওপর ভিত্তি করে টিআইবি প্রণীত সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন: এই জরিপে দুর্নীতিকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে?
উত্তর: এ জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে 'ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার'। এক্ষেত্রে ঘুষ (নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের লেনদেন ও অর্থ আত্মসাৎ), সম্পদ আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্বে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি, প্রভাব বিস্তার ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন: এই জরিপে সরকারি ও বেসরকারি সেবা খাতের কী ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মকে চিহ্নিত করা হয়েছে?
উত্তর: এ জরিপে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শুধু জনগণকে প্রদত্ত সরাসরি সেবার ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়মকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এই ধরনের দুর্নীতি সাধারণত ক্ষুদ্র দুর্নীতি (petty corruption) হিসেবে অভিহিত হয়। পক্ষান্তরে এ জরিপে নীতি নির্ধারণী পর্যায় বিশেষ করে জাতীয় পর্যায়ের বৃহদাকার দুর্নীতি যেমন সরকারি ক্রয়, অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি খাতের দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক ও অন্যান্য সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংগঠিত দুর্নীতি ও অনিয়মকে চিহ্নিত করা হয়নি।

প্রশ্ন: এই জরিপে কেন দুর্নীতির প্রভাব এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সীমাবদ্ধতা বা প্রতিষ্ঠান ও খাত-ভিত্তিক ইতিবাচক পদক্ষেপের মূল্যায়ন করা হয়নি?
উত্তর: সকল গবেষণা বা জরিপের ন্যায় এই জরিপেরও কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও সীমিত পরিধি রয়েছে, এর বাইরে যুক্তিযুক্ত নয় বলে কোনো মূল্যায়ন বা মন্তব্য সংগত কারণেই করা হয়নি। যেহেতু এটি সেবাগ্রহীতাদের ওপর একটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক জরিপ এবং এ জরিপের উদ্দেশ্য ও পরিধি বাংলাদেশের খানাগুলো সেবামূলক প্রতিষ্ঠান বা খাত হতে সেবা নিতে গিয়ে যেসব দুর্নীতির শিকার হয় তার প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা, এবং যেহেতু তথ্যদাতাদের কাছে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা ও খাতভিত্তিক মূল্যায়নের সুযোগ নেই, সেহেতু এর আওতার বাইরে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/খাতের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও ইতিবাচক কার্যক্রমের কোনো মূল্যায়ন জরিপে করা হয়নি। উল্লেখ্য, টিআইবি'র অন্যান্য গবেষণা বিশেষ করে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ডায়াগনস্টিক গবেষণাগুলোতে দুর্নীতির প্রভাব ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সীমাবদ্ধতা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে আলোকপাত করা হয়ে থাকে এবং এসব গবেষণালব্ধ ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অধিপরামর্শ কার্যক্রমও করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন: এই জরিপের তথ্য কোন সময়ে সংগৃহীত হয়েছে?
উত্তর: এই খানা জরিপের তথ্য সংগ্রহ ২০২১ সালের ১৩ ডিসেম্বর থেকে ৮ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ৬৪টি জেলায় পরিচালিত হয়। নির্বাচিত খানাগুলো ২০২০ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন সেবাখাতে সেবা গ্রহণের সময় যেসব দুর্নীতি ও হয়রানির সম্মুখীন হয়েছে তার ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

প্রশ্ন: এ জরিপটি কি সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য বা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে করা হয়?
উত্তর: না। এ গবেষণাটি জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত খানা পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতেই করা হয়ে থাকে। গণমাধ্যম বা অন্য কোনো সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য এই জরিপে ব্যবহার করা হয় না।

প্রশ্ন: টিআইবি'র কোনো জরিপ বা গবেষণা সরকারের বা অন্য কারও উদ্যোগকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার জন্য করা হয় কি? অথবা এতে কোনো পক্ষপাতিত্ব আছে কি?
উত্তর: না। টিআইবি'র সব জরিপ বা গবেষণার উদ্দেশ্য একান্তই তথ্যনির্ভর ও সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে, যে কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধ্বে থেকে নির্মোহভাবে বাস্তবতাকে তুলে ধরা। টিআইবি'র কাজ দুর্নীতির বিরুদ্ধে - সরকার বা তার অভ্যন্তরে বা বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। টিআইবি'র উদ্দেশ্য সরকার ও অন্যান্য অংশীদার, যাদের অঙ্গীকার, দায়িত্ব ও প্রত্যাশা দুর্নীতি দূর করা, তাদের হাতকে শক্তিশালী করা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারকে সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে পরিবর্তনের অনুঘটকের ভূমিকা পালন করা।

প্রশ্ন: এই জরিপে কী কী খাত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে? কি হিসেবে এই সকল সুনির্দিষ্ট খাত বাছাই করা হল?
উত্তর: এই জরিপে ১৬টি (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি, কৃষি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচারিক প্রক্রিয়া, বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, বিআরটিএ, কর ও শুল্ক, এনজিও, পাসপোর্ট, বীমা ও গ্যাস) সুনির্দিষ্ট সেবা খাতের ওপর বিস্তারিত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এসব খাত হতে সর্বোচ্চ সংখ্যক পরিবার সেবা গ্রহণ করে এবং মূলত সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ অবদান রাখে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এসব সেবা খাতগুলোর প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম। ২০১৭ সালে টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপে এ সকল খাত থেকে কমপক্ষে ৫% খানা সেবা গ্রহণ করেছে। এসবের সঙ্গে "অন্যান্য" শিরোনামে একটি খাত রাখা হয়েছে।

প্রশ্ন: অন্যান্য খাত বলতে কি বুঝানো হয়েছে?
উত্তর: সুনির্দিষ্ট ১৬টি খাতের বাইরের খাতগুলোকে অন্যান্য নামক একটি আলাদা খাতে যুক্ত করা হয়েছে, যেসব খাত বা প্রতিষ্ঠান থেকে ৫ শতাংশের নিচে খানাগুলো সেবা গ্রহণ করে। সেবা গ্রহণের তথ্য দিতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা তথ্যদাতারা উপরোক্ত ১৬ খাতের বাইরেও একাধিক প্রতিষ্ঠানের নাম বা উপখাত উল্লেখ করেছেন (যেমন মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন শপিং, ওয়াসা, নির্বাচন কমিশন, বিটিসিএল, পেনশন, ডাক বিভাগ, ওয়াসা, ডিসি অফিস, ইউএনও অফিসের সেবা ইত্যাদি)। তবে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বা উপখাতের সেবাগ্রহীতার স্বল্পতার কথা বিবেচনা করে এগুলোকে আলাদা খাত হিসেবে গণ্য না করে একত্রে "অন্যান্য" হিসেবে প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রশ্ন: বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানোর উদ্দেশ্য কী নিয়ে এই জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে?
উত্তর: সরকারের বিরোধিতার জন্য টিআইবি তার গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে না, বরং গবেষণার মাধ্যমে সুশাসন প্রক্রিয়ায় সরকারকে সহযোগিতা করাই টিআইবি'র লক্ষ্য। টিআইবি তার গবেষণাভিত্তিক তথ্যের আলোকে নীতি-নির্ধারণী অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম চালিয়ে এদেশে গণতান্ত্রিক, জবাদিহিমূলক ও স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে চায়। লক্ষণীয়, জনগণের মৌলিক অধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য যে খাতগুলো, বিশেষ করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, পাসপোর্ট সেবা, বিআরটিএ, ভূমি সেবা, বিচারিক সেবা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ এবং স্থানীয় সরকারের মত খাতে দুর্নীতির ফলে মানুষের হয়রানির অভিজ্ঞতা বেশি। তাই দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের স্বার্থে আইনের বাস্তব, প্রভাবমুক্ত ও কঠোর প্রয়োগ এবং তথ্যের অভিগম্যতা বৃদ্ধিসহ সকল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পদক্ষেপকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিতে হবে। দুর্নীতি যে পর্যায়েই হোক আর এর সাথে সম্পৃক্ততা যারই থাকুক না কেন, কারও প্রতি করুণা বা ভয় না করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা না হলে দুর্নীতি প্রতিরোধে অগ্রগতি অর্জন ও তা ধরে রাখা অসম্ভব হবে। এই গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে টিআইবি'র সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা গেলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনে আরও সাফল্য অর্জন করা সম্ভব বলে দৃঢ় বিশ্বাস টিআইবির।

প্রশ্ন: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কী কী?
উত্তর: সেবাখাতে দুর্নীতি ২০২১ জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় ২০২১ সালে ১৭টি খাত বিবেচনায় সার্বিকভাবে ৭০ দশমিক ৯ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত সাতটি খাত হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭৪.৪%), পাসপোর্ট (৭০.৫%), বিআরটিএ (৬৮.৩%), বিচারিক সেবা (৫৬.৮%), স্বাস্থ্যসেবা (৪৮.৭%), স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (৪৬.৬%) এবং ভূমি সেবা (৪৬.৩%)। ২০২১ সালে সার্বিকভাবে ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার ৪০ দশমিক ১ শতাংশ, এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঘুষ গ্রহণকারী তিনটি খাত হচ্ছে পাসপোর্ট (৫৫.৮%, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৫৫.৭%) ও বিআরটিএ (৫০.২%)। ২০২১ সালে সার্বিকভাবে খানা প্রতি গড়ে ৬ হাজার ৬৩৬ টাকা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছে এবং সর্বোচ্চ ঘুষ আদায়ের তিনটি খাত হল বীমা (সেবাগ্রহীতা খানাপ্রতি গড়ে ২১,৭৬৫ টাকা), বিচারিক (সেবাগ্রহীতা খানাপ্রতি গড়ে ১৯,০৯৬ টাকা) ও গ্যাস (সেবাগ্রহীতা খানাপ্রতি গড়ে ১১,৭১০ টাকা) সেবা। জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ প্রায় ১০

হাজার ৮৩০ দশমিক ১ কোটি টাকা, যা ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ৫ দশমিক ৯ শতাংশ এবং বাংলাদেশে জিডিপি'র শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ। সার্বিকভাবে ২০১৭ সালের তুলনায় সেবাখাতে দুর্নীতির শিকার খানার হার বৃদ্ধি পেয়েছে, ২০২১ সালে যেখানে দুর্নীতির শিকার খানার হার একই খাত বিবেচনায় পাওয়া গিয়েছে ৭০ দশমিক ৮ শতাংশ, ২০১৭ সালে এই হার ছিল ৬৬ দশমিক ৫ শতাংশ। ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২১ সালে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের হার কমেছে কিন্তু ঘুষ আদায়ের পরিমাণ বেড়েছে। অপরদিকে অন্যান্য অনিয়ম-দুর্নীতি বেড়ে যাওয়ায় সার্বিকভাবে সেবাখাতে দুর্নীতি বেড়েছে।

আর্থ-সামাজিক অবস্থানভেদে খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার হারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ করা যায় নি, তবে ঘুষের ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী খানার শিকার হওয়ার হার বেশি (৩৬.৬% বনাম ৪৬.৫%)। উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের খানার ওপর দুর্নীতির বোঝা অপেক্ষাকৃত বেশি। সেবা নিতে গিয়ে উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের খানা তাদের বার্ষিক আয়ের অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ ঘুষ দিতে বাধ্য হয়। জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে আরও পাওয়া যায়, পুরুষ সেবাগ্রহীতার তুলনায় নারী সেবাগ্রহীতারা কোনো কোনো খাতে বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে (স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য খাত) এবং কোনো কোনো সেবাখাতে নারীদের তুলনায় পুরুষ সেবাগ্রহীতারা বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে (শিক্ষা, ভূমি সেবা)। এছাড়া ৩৫ বছরের নিচের সেবাগ্রহীতাদের তুলনায় ৩৬ ও এর বেশি বয়সের সেবাগ্রহীতারা অপেক্ষাকৃত বেশি দুর্নীতির শিকার হয়।

প্রশ্ন: জরিপের ফলাফল বিবেচনায় এ বিষয়ে টিআইবির সুনির্দিষ্ট কোন সুপারিশ আছে কি?

উত্তর: সার্বিকভাবে জাতীয় খানা জরিপ ২০২১ এ বেশ কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো, বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের অবস্থান ও পরিচয় নির্বিশেষে আইনানুগভাবে জবাবদিহি নিশ্চিত করা; সেবাগ্রহীতার সাথে সেবাদাতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হ্রাসে সকল সেবা ডিজিটালাইজ করা; সেবাপ্রদানকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সেবাপ্রদানকারীদের আচরণগত বিষয়গুলো জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন ও কার্যকর করা; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবাদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা করা এবং দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শুদ্ধাচার পুরস্কার দেওয়া বন্ধ করা; সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণশুনানির মতো জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে; সংশ্লিষ্ট সেবাখাতে নাগরিক সনদে সেবামূল্য সম্পর্কিত তথ্য হালনাগাদ করা এবং তা দৃষ্টিগোচর স্থানে স্থাপন করা; দুর্নীতি প্রতিরোধে সকল পর্যায়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও তার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশ্ন ১০: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে - মোবাইল: **০১৭১৪-০৯২৮২৩**, ই-মেইল: **info@ti-bangladesh.org**